বিএনপিতে ধস নামছে কি

অনিরুদ্ধ ইসলাম

দেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান ও জঙ্গিবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানের জন্য জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী ও মন্ত্রিসভার কতিপয় মন্ত্রীকে দায়ী করায় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে দলের সংসদ সদস্য আবু হেনাকে। তাকে গ্রেপ্তারসহ অন্যান্য হয়রানিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হতে পারে এই আশঙ্কায় দল থেকে বহিষ্কৃত সংসদ সদস্য এখন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র রাত কাটাচ্ছেন। শারীরিক নিরাপত্তার কথা ভেবে সংসদের অধিবেশনেও যোগ দেননি। নিজ নির্বাচনী এলাকাতেও প্রতিপক্ষ গ্রুপ দিয়ে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে।

বিএনপির জন্য এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের বিরাগভাজন হওয়া বিএনপির দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত দলের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে রাষ্ট্রপতির ঐ পদ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গড়লে সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করে মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান তার সঙ্গে যোগ দিলে প্রচন্ড হামলার মুখে পড়তে হয় তাকে। তার শিল্প প্রতিষ্ঠানও বিএনপি ক্যাডারদের হামলা থেকে রক্ষা পায়নি। মেজর (অব.) মান্নানের পথ অনুসরণ করে আরো ৪০-৫০ জন বিএনপি সংসদ সদস্যের দল ছেড়ে ডা. চৌধুরীর নতুন দলে যোগদান করার কথা শোনা গেলেও এই হামলা-হয়রানির ভয়ে তারা আর সে পথ মাড়াতে সাহস পাননি বলে সে সময় শোনা গিয়েছিল।

কিন্তু এবার অবস্থাটা ভিন্ন। জঙ্গিবাদ কেবল দেশেই নয়। বিএনপির ঘরেও আগুন লাগিয়েছে বলে মনে হয়। জঙ্গিবাদ সম্পর্কে দলের মন্ত্রীদের ও জোটের শরিক জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় সংসদ সদস্য আবু হেনাকে তাৎক্ষণিক এবং কোনো প্রকার সাংগঠনিক নিয়ম না মেনে বহিষ্কার করা গেলেও, অন্যদের মুখ আটকে রাখতে পারছে না বিএনপি নেতৃত্ব। আবু হেনা সংবাদটা এ কথা বলার সময় হয়েছে বিএনপির প্রবীণ সংসদ সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান নাম রক্ষার জন্য ডাকা সংসদ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বলেন যে, বর্তমান ঘটনাবলী যেদিকে এগুচ্ছে তাতে একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। আর ওবায়দুর রহমান খোলাসা করে না বললেও ঐ বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও তার দল জামায়াতের দিকেই তার অভিযোগ যায় সেটা স্পষ্ট।

এদিকে আবু হেনাকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয় সেদিনই জাতীয় সংসদের হুইপ খুলনার শ্রমিক নেতা আশরাফ। তিনি আবু হেনার সুরেই বলেন যে ১৭ আগস্টের বোমাবাজদের মতোই জামায়াতে ইসলামী দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি দল ও সরকারকে বাঁচিয়ে বলেন যে, দল হিসাবে বিএনপি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সরকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার ঐ কথার আড়ালের পরও বিএনপি সদস্যদের মনের মধ্যে দলের নীতি নিয়ে যে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে সেটা স্পষ্ট। জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়ার বিএনপি সদস্যদের এই অস্বস্তির কথা মুখ ফুটে বলেছেন আরেকজন বিএনপি নেতা ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, গত নির্বাচনে এই জঙ্গিরাই তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তিনি উল্লেখ করেন সেই বিরোধিতাকারীদের একজন আহমদ্যা র‍্যাবের হাতে নিহত হলেও, তার ওস্তাদ জামায়াত নেতাদের কিছু হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হলেও তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি।

জঙ্গি দমনের প্রশ্ন নিয়ে বিএনপিতে যে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। বিএনপি তার মধ্যপন্থা রাজনীতিতে থাকবে, নাকি দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়বে এই নিয়ে বিরোধ বহুদিনের। বিএনপি বিরোধী দলের থাকাকালেই এই বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সে সময় সাকা চৌধুরীরা পার্টির নেতৃত্ব দখল নেয়ার চেষ্টা নেয়। কিন্তু দলের মধ্যে মান্নান ভূঁইয়া, খোকা প্রমুখরা সে সময় বি. চৌধুরী ও সাইফুর রহমানের সমর্থন পাওয়ায় সাকা চৌধুরী-খন্দকার মোশাররফরা বেশিদূর এগুতে পারেনি। কিন্তু জামায়াত নিয়ে চার দলের জোট ও সরকার গঠন করার পর বিএনপি ক্রমেই দক্ষিণে সরে গেছে। দল থেকে বি. চৌধুরীকে বের করে দেয়ায় ভারসাম্য পাল্টে যায়। এ পর্যায়ে সাইফুর রহমানও দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে মিলে যান। ফলে বিএনপির ওপর জামায়াতের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং সরকার গঠনের বছরখানেকের মধ্যে জামায়াতই বিএনপির নীতিনির্ধারণে নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠে। জামায়াত তার ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের ছাত্রদলে ঢুকিয়ে তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে শিবির তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে জামায়াত বিএনপির ওপর চড়ে বসলে দলের মধ্যে বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তারেক রহমান 'হাওয়া ভবন'কে কেন্দ্র করে ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক কর্তা হয়ে ওঠেন। বিএনপির তরুণ নেতৃত্ব তারেকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সিনিয়র নেতৃত্ব সাইফুর রহমানসহ বিএনপিতে তারেকের নেতৃত্ব মেনে নেয়। তারেক রহমান সংগঠনের ব্যাপারে বেশ কিছু চমক দেখালেও 'হাওয়া ভবন' এবং তার নেতৃত্ব এখন দুর্নীতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। বস্তুত, বিএনপির বর্তমান শাসনে দুর্নীতির যে বিশাল বিস্তার ঘটেছে তার সঙ্গে তারেক রহমান গংদের এই নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টিও বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। দল থেকে বহিষ্কৃত সংসদ সদস্য আবু হেনা সংবাদপত্রের কাছে দেয়া তার বিবৃতিতে এ বিষয়টিরও উল্লেখ করেছেন।

জঙ্গিবাদ বা দুর্নীতি ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে বিএনপিতে এই বিরোধ কি পরিণতি নিতে যাচ্ছে। ডা. বি. চৌধুরীকে যখন দল থেকে বের করে দেয়া হয় তখনই শোনা গিয়েছিল বিএনপির প্রায় ষাটজন সদস্য দল ত্যাগ করবেন। বস্তুত এই হিসাবের ওপর নির্ভর করেই আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল তার ৩০ এপ্রিলের সরকার পতনের তারিখ দিয়েছিলেন। সে সময় সেটা বাস্তবে রূপ নেয়নি। কিন্তু নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা তত নতুন হিসাব শুরু করেছেন। জানা গেছে, এবার নির্বাচনে জামায়াত সত্তরটি আসন দাবি করবে। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেটা দিতে রাজিও আছেন বলে জানা যায়। ফলে বিএনপিতে জামায়াত, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে যে বিরোধ চলছে তা আরো তীব্র রূপ নিতে পারে। তবে এ বিষয় এখনই কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছে না বলে মনে হয়। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপিতে বড় ধরনের ধস নামার সম্ভাবনা, সেটা নেতৃত্বের পর্যায়ে কতখানি তা বলা মুশকিল। তবে দলীয় সংসদ সদস্য পর্যায়ে এই ধস যে নামবে সেটা নিঃসন্দেহ।